গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৪১.০১৬.০০.০০.০০৮.২০১৫-১৮৯ তারিখঃ ১৭.০৮.২০১৬ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্রঃ ১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং-০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.০১৫.১৬.৯৩, তারিখঃ ১৫ জুন ২০১৬ খ্রিঃ।
২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং-০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.০১৫.১৬.১০২, তারিখঃ ১৮ জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ।
৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং-০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.০১৫.১৬.১০৬, তারিখঃ ২৭ জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ।
৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং-০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.০১৫.১৬.১২১, তারিখঃ ০৮ আগস্ট ২০১৬ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মকান্ডের কার্যাবলি এতদসংগে সংযুক্ত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হ'ল। একই সাথে প্রতিবেদনের সফ্‌ট কপিও প্রেরণ করা হ'ল।

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(মনোজ কুমার রায়)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল-monitor@mohfw.gov.bd

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[দৃঃ আঃ জনাব মুহাম্মদ আসাদুল হক, সহকারী সচিব (রিপোর্ট) শাখা।]

জ্ঞাতার্থেঃ

০১. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২. সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হ'ল)।
০৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এঁর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়**
আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা : **৯টি**
প্রতিবেদনাধীন বছর : **২০১৫-১৬ অর্থ বছর**
প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ : **০৮.০৮.২০১৬**

(১) প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
(ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩৭৩	২৬২	১১১	৩৩	
(খ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	১০০৫৭৫	৮৩০০১	১৭৫৭৪	২৯২৫৪	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রেরিত প্রতিবেদনে অনুমোদিত রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৯৯৯৮৫ টি অনুমোদিত পদ দেখানো হয় কিন্তু ইতোমধ্যে পদ সৃজনের কারণে অনুমোদিত পদ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
(গ) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৫২২৪৮	৪৪১২২	৮১২৬	-	
(ঘ) জাতীয় জনসংখ্যা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	৮৩২	৫৯১	২৪১	৮৩২	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অনুমোদিত পদ সংখ্যা কম দেখানো হয়েছে কারণ টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ বর্হিভুত কর্মকর্তা/কর্মচারী অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ জনিত, মৃত্যুজনিত বা অন্য কারণে শুণ্য হয়েছে বিধায় পদসমূহ বিলুপ্ত হয়েছে।
(ঙ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৩৭০	২৭৭	৯৩	১০১	
(চ) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি)	৬১৯	৩৮১	২৩৮	১৯৫	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নতুন ১২৮টি পদ সৃজিত হওয়ায় অনুমোদিত **পদ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।**
(ছ) সেবা পরিদপ্তর	৩১২৯১	১৯৮৯০	১১৪০১	-	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নতুন ৭০০০টি সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ সৃজনসহ উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে কিছু সংখ্যক পদ স্থানান্তরিত হওয়ায় অনুমোদিত পদ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
(জ) নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা	৯৫	৬৭	২৮	২৩	
(ঝ) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)	৭৫	৫৪	২১	-	
(ঞ) স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	২৯	২৪	৫	১৪	
মোট=	১,৮৬,৫০৭	১,৪৮,৬৫২	৩৭৮৫৫	৩০,৪৫২	

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০	১৯৩	৪,৫৪১	১২০৫৩	১০,৮৫৫	১০,১৯৬	৩৭৮৫৫

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদ মর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা: নেই।

১.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: নেই।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২
৮১ (একাশি)	২৪৪ (দুইশত চুয়াল্লিশ)

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৮৭৫	১৫	১৮৯০	৬২২	১৭৪৬	২৩৬৮	

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	৩১	১৬	০৯	
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ	-	-	০১	

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
-	২২	৬৩	৪৪	

* কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা: প্রযোজ্য নয়।

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০
১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫১১২	২৫৫.৮৯	১১৪৯	৬৫৮	১১৫.০২	৪১৭১	১০৮.৪২

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকা

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৫-১৬) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
৪৬০	৮৯	৬৪	১৫৬	২৯৫	৫১০

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
৮২	১৯১	-	২৭৬	১১

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৩৫১৯	১১৪৪৩০

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৫-১৬) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা: প্রযোজ্য নয়।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: প্রযোজ্য নয়।

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না? নেই।

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা : ৪৭৮ জন।

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
৩২	১৫৭১

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
ডেস্কটপ- ২২৪৫ প্রিন্টার-৪১৯৫	আছে	আছে	নেই	১০৪৬	১৩৭৪

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(অর্থ বিভাগের জন্য)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

		২০১৫-১৬		২০১৪-১৫		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ						
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	২২৮.০১	২০৮.৪২ (জুন/২০১৬ পর্যন্ত অর্থাৎ সর্বশেষ তথ্য আইবাসে জেনারেট না হওয়ায় পূর্ন তথ্য পাওয়া যায়নি)।	২১৯.২৭	২৫৮.৯৯	১০০% ২০১৪-১৫	১১৮.১১% ২০১৪-১৫
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ হিসাবে (ইডিসিএল)		-	৫.০০	-	১০.০৯	-	-

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা

- অক্টোবর ১৮, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫ গেজেট জারি করা হয়েছে।
- 'সরকারী হোমিওপ্যাথি ডিগ্রী কলেজ ও হাসপাতাল (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা' ২০১৬ মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পর গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতে হাসপাতাল/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে সচিবালয় অংশে ৪৮৬৮ কোডে প্রাপ্ত বরাদ্দকৃত অর্থ অপব্যবহার ও অপব্যয় রোধ, নিম্নমানের উপকরণ সংগ্রহ নিয়ন্ত্রণ এবং শয্যা সংখ্যা ব্যবহারের হার বিবেচনায় নিয়ে প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিত করার জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত করে সম্মতির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- মন্ত্রিসভা কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত 'রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৫' এবং 'চট্রগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৫' মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের পর গত ১২ মে ২০১৬ তারিখে 'রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬' এবং 'চট্রগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬' হিসেবে গেজেট জারি করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জন আইন, ২০১৫ মন্ত্রিসভা বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদনের পর ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণের পর কতিপয় পর্যবেক্ষণসহ ফেরত প্রদান করা হয়। সে আলোকে খসড়া আইনটির প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে পুনরায় গত ২২.০৫.২০১৬ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।
- 'বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, ২০১৪'-এর খসড়া বিল মন্ত্রিসভা বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য গত ২৯.০২.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রস্তাবিত আইনে বর্ণিত অপরাধসমূহের বিচারিক আদালত নির্ধারণ করত: এতদসংক্রান্ত বিধান সন্নিবেশ করা সমীচীন হবে মর্মে পর্যবেক্ষণসহ বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়েছে। খসড়া আইনটি বিল আকারে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তিতে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের পরামর্শক্রমে বিলটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের পূর্বে অর্থ বিল হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণের জন্য গত ২৭.০৬.২০১৬ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয় অনুমোদনসহ প্রেরণ করেন।মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

- ঔষধ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনসমূহ একীভূত করে বাংলায় ভাষান্তরপূর্বক ঔষধ আইন, ২০১৫ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রণীত খসড়ার উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রাপ্ত কয়েকটি মতামত সন্নিবেশকরণের কার্যক্রম চলমান আছে। অর্থ মন্ত্রণালয়/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত না থাকায় পুনরায় অর্থ মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- জাতীয় ঔষধ নীতি ২০১৬ বিষয়ে মোট ৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খসড়া নীতির বিষয়ে ১৬টি মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা থেকে ১০৭টি মতামত পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত মতামতের উপর 'জাতীয় ঔষধ নীতি' ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ০৬.০১.২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। খসড়াটি বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উপস্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- রোগী সুরক্ষা আইন, ২০১৪ এবং চিকিৎসা সেবাদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সুরক্ষা আইন, ২০১৪ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রতিবেশী দেশসমূহে এ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন পর্যালোচনা করে অধিকতর সমৃদ্ধ খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিটিকে দায়িত্ব দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কমিটি খসড়া আইনটি নিবিড় পরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে সমৃদ্ধ খসড়া প্রণয়ন করবে।
- মন্ত্রিসভা বৈঠকের পর্যালোচনার আলোকে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আইন, ২০১৬ সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যথাশীঘ্র আইনের খসড়া মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগত অনুমোদন ও কতিপয় পর্যালোচনা সাপেক্ষে মানবদেহে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ২০১৬ এবং সম্পৃক্ত বিধিমালার খসড়া প্রয়োজনীয় সংশোধন করে বিশেষজ্ঞ কমিটির গত ১২.০২.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় আইনটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। গত ০২.০৫.২০১৬ তারিখে আইনটি ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। মানবদেহে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ২০১৬ এর খসড়ার কয়েকটি ধারার ভাষা স্পষ্টীকরণের জন্য নথি ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বিষয়সমূহ স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়াটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের উপস্থিতিতে ০৪.০৮.২০১৬ তারিখের অনুষ্ঠিত সভায় প্রণীত খসড়া পর্যালোচনাপূর্বক জবাব চূড়ান্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হবে।
- মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৬ এর আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাপ্ত মতামত সংযোজনপূর্বক খসড়ার উপর মতামত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/স্টেকহোল্ডার বরাবর খসড়াটি প্রেরণে করা হয়েছে।
- সামাজিক স্বাস্থ্যবীমা চালুর মাধ্যমে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন-২০১৫ শীর্ষক আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত আইনের খসড়া প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এ সংক্রান্ত সভা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইনটি আরও পরিমার্জন করে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত **গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য** কার্যাবলি

- ১ জুলাই ২০১৫ হতে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডরের সহকারী অধ্যাপক পদে ৫৩৭ জন, সহযোগী অধ্যাপক পতে ৩৫৬ জন ও অধ্যাপক পদে ৩০ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। সহকারী পরিচালক পদে ২৪৬, উপ-পরিচালক পদে ৯২ জন এবং পরিচালক পতে ৯ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সিনিয়র স্কেল পদে ২৯২ জন ৪র্থ গ্রেড ৬২৭ জন, ৫ম গ্রেড ১০৮৬ জন, ৭ম গ্রেড ১০৬৬ জন ও বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক পদে জুনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে ৩১১ জন পদোন্নতি প্রদান এবং ৩৪ তম বিসিএস এর মাধ্যমে ২২০ জন স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ১০/১১/২০১৫ তারিখে "বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালটি" বিজ্ঞ আদালতের রায়ে বেসরকারি ব্যবস্থাপনা হতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় আসার পর প্রয়োজনীয় সংস্কার/মেরামত কার্য সম্পাদন করে বিগত ০১/০৬/২০১৬ তারিখ থেকে হাসপাতালটিতে বহিঃবির্ভাগ চিকিৎসা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। হাসপাতালটির আরো সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) এর আওতায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হেমোডায়ালাইসিস ইউনিট স্থাপনের বিষয়ে ২৭-০১-২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় ৯০টি ডায়ালাইসিস মেশিন স্থাপন করা হবে। যার মধ্যে ৪৫ টি মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এল/সি খোলা হয়েছে।
- নিপা ভাইরাস, মার্স ভাইরাস প্রতিরোধে জরুরি ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মার্স ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সঙ্গানিরোধ নিশ্চিত করণসহ উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদানের জন্য কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে বিশেষ ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এ রোগে আক্রান্তদের সংস্পর্শে যারা এসেছেন তাদের জরুরী ভিত্তিতে সনাক্তকরন, পর্যবেক্ষণ,কোয়ারেন্টাইন (সঙ্গারোধ) এর পাশাপাশি ল্যাবরেটরী ব্যবস্থা শক্তিশালী করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- রোগী সেবা সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে ১০(দশ)টি হাপাতালে বিকাল ২.০০ ঘটিকা হতে রাত ৮.০০ ঘটিকা পর্যন্ত (১) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (২) মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতাল,মানিকগঞ্জ (৩) সাটুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মানিকগঞ্জ (৪) টংগী ৫০ শয্যা হাসপাতাল,গাজীপুর (৫) ধামরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,ঢাকা (৬) নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ঢাকা (৭) কাজীপুর

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,সিরাজগঞ্জ (৮) রায়গঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,রায়গঞ্জ (৯) টংগীবাড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মুন্সিগঞ্জ (১০) শিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নরসিংদী- এ ২য় শিফটে বহির্বিভাগ সেবা চালু করা হয়েছে।

- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহের অসুস্থ রোগীদের জরুরীভাবে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ, জেলা ও উপজেলা হাসপাতালসমূহে বিতরণের লক্ষে ৫৪টি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- সন্মানিত হজ্জযাত্রীদের জন্য ১,১০,০০০ ডোজ মেনিনজাইটিস রোগের প্রতিষেধক টিকা এবং ১,১০,০০০ ডোজ ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা সরবরাহ করা হয়েছে। বিশ্ব ইজতেমা ও হজ্জ কার্যক্রমের জন্য সর্বমোট ৭,৮৫,৫০,০০০/- টাকা ছাড় করা হয়েছে।

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:

- মোবাইল ক্যাম্প, অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ, বিভিন্ন পর্যায়ের সুপারভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে দ্রুত রোগ সনাক্তকরণ ও চিকিৎসাদান নিশ্চিত করা হয়েছে। বিনামূল্যে সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডায়াগনস্টিক ও ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। দীর্ঘ স্থায়ী কীটনাশক যুক্ত মশারি বিতরন সম্পন্ন করা হয়েছে। ম্যালেরিয়ার ব্যাপক বৃদ্ধিরোধকল্পে ম্যালেরিয়া প্রবণ ১৩ জেলায়তাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে এবং কিটনাশক ছিটানো হয়েছে। ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫ সালে ম্যালেরিয়া রোধ কল্পে সর্বদা "র‍্যাপীড রেস্পন্স টীম" গঠন করা হয়েছে। দেশের তিন পার্বত্য জেলায় প্রাধিকার ভিত্তিতে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী, স্থানীয় বাসিন্দা ও জুম চাষীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন জেলায় ফাইলেরিয়া সনাক্তকরণ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ফাইলেরিয়া অধ্যুষিত জেলাগুলোতে গণঔষধ সেবন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।দেশব্যাপী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ক্ষুদে ডাক্তার কর্তৃক শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্ষুদে ডাক্তারদের মাধ্যমে কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ উযাপন করা হয়েছে।
- মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর সভাপতিত্বে সোয়াইন ফ্লু বিষয়ক National Technical Committee (NTC) এর সভা আয়োজন ও এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন। সোয়াইন ফ্লু বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন National Multi-Sectoral Task Force (NMSTF) এর সভা আয়োজন ও করনীয় নির্ধারণ এবং তার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সকল জেলা সদর হাসপাতালে সোয়াইন ফ্লুর সম্ভাব্য রোগী পৃথকভাবে চিকিৎসা প্রদানের জন্য Isolation Unit কার্যকর করা হয়েছে। স্থলবন্দর সমূহে কর্মরত মেডিকেল টীমের স্বাস্থ্য সেবাদানকারীগণকে সোয়াইন ফ্লু ভ্যাকসিন সরবরাহ করণ Outbreak Investigation and Disease Surveillance Gi Rb¨ IEDCR কে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- পোলিও নির্মূল কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ মোতাবেক ট্রাই ভ্যালেন্ট পোলিও ভ্যাকসিনের পরিবর্তে বাই-ভ্যালেন্ট পোলিও ভ্যাকসিন রুটিন ইপিআই কার্যক্রমে সংযোজন করা হয়।
- ইপিআই কার্যক্রমের সাথে হিউম্যান পেপিলুমা ভাইরাস (HPV) এর টিকা গাজীপুর জেলায় ডেমোনেস্ট্রেশন প্রোগ্রামের আওতায় নির্বাচিত ০৪ (চার)টি উপজেলা (কালিয়াকৈর, কালিগঞ্জ, কাপাসিয়া এবং শ্রীপুর) এবং এবং সিটি করপোরেশনের একটি জোনে (টঙ্গী ১ নং জোন) টিকাদান কার্যক্রম সংযোজন করা হয়। ইপিআই কার্যক্রমে নতূন ভ্যাকসিন (পিসিভি এবং আইপিভি) সংযোজন করা হয়। ইপিআই ভ্যাকসিন সংরক্ষণের কোল্ড রুম স্থাপনের নিমিত্তে ৬ (ছয়) টি জেলায় নবনির্মিত ইপিআই স্টোর নির্মাণ এবং ৮ (আট)টি জেলায় ইপিআই স্টোর সংস্কার কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়।
- সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইং মাসে কভারেজ ইভালুয়েশন সার্ভে-২০১৪ -এর রিপোর্ট ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইং মাসে কভারেজ ইভালুয়েশন সার্ভে-২০১৫-এর কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং ২০১৬ মার্চে ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- জুলাই, আগস্ট ২০১৫ ইং এবং মার্চ ২০১৬ ইং মাসে ইপিআই টিকাদান রিপোর্টের জন্য ডাটা কোয়ালিটি সেলফ্ এ্যাসেস্মেন্ট (DQS) বিষয়ে ১১ টি জেলা সহ ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ১৮০ জন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক এবং ইপিআই সুপারিনটেনডেন্টদের ০৬ টি ব্যাচে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণের পর সিটি করপোরেশন এবং উপজেলার টিকাদান কর্ম এলাকায় Data Quality Self Assessment (DQS) কর্মসূচি করার পর সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশন এবং জেলায় একটি করে পর্যালোচনা সভা করা হয়েছে।
- ডিএসএফ কার্যক্রমভূক্ত ৫৩ উপজেলায় জুলাই'২০১৫ থেকে জুন'২০১৬ পর্যন্ত ১,০৭,০৮২ জন দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাকে ভাউচার প্রদান করা হয়েছে। ডিএসএফ কার্যক্রমভূক্ত ৫৩ উপজেলায় জুলাই'২০১৫ থেকে মে'২০১৬ পর্যন্ত ৯১,৫৮০ জন গর্ভবতী মহিলাকে ANC-1 সেবা প্রদান করা হয়েছে, ৮২,০৫৪ জন গর্ভবতী মহিলাকে ANC-2 সেবা প্রদান করা হয়েছে, ৬৮৭৪৭ জন গর্ভবতী মহিলাকে ANC-3 সেবা প্রদান করা হয়েছে, ৭৪,৯০৬ জন মহিলাকে ডেলিভারী করানো হয়েছে এবং ৭১,৪৯৫ জন মহিলাকে PNC সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ডিএসএফ কার্যক্রমভূক্ত ৫৩ উপজেলায় জুলাই'২০১৫ থেকে জুন'২০১৬ পর্যন্ত মোট ৫৭০টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন ডিএসএফ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৫৩টি উপজেলায় সেবা প্রদানকারীদেরকে ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৫৩টি উপজেলায় উপজেলা ডিএসএফ কমিটির সকল সদস্যবৃন্দকে ১ দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

- জিওবি অর্থায়নে মহিলা স্বাস্থ্য সহকারী ও কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) ও প্রাইভেট অংশগ্রহণকারীসহ জুলাই'২০১৫ থেকে জুন'২০১৬ পর্যন্ত মোট ১১০৬ জনকে সিএসবিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অবস্ ও গাইনী বিষয়ে ২৭ জন এবং এ্যানেসথেসিয়া বিষয়ে ১৭ জন সহ মোট ৪৪ চিকিৎসক বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ৬ মাস ব্যাপী ইওসি কোর্সে প্রশিক্ষণ চলমান আছে। জুলাই'২০১৫ থেকে জুন'২০১৬ ইং পর্যন্ত মিডওয়াইফারী কোর্সের অধীনে ৬ মাস ব্যাপী Post Basic প্রশিক্ষণ ১৩৪ জন নার্সকে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা মিডওয়াফারী কোর্স-এ ৬৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- অবসটেট্রিক ফিস্টুলা কার্যক্রমঃ সরকারী ১০টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৩টি বেসরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও একটি বেসরকারী হাসপাতালে এ কার্যক্রম চলমান আছে এবং পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করা হবে।
- জাতীয় পর্যায় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল থেকে শুরু করে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মী পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও টেবলেট কম্পিউটার প্রদান এবং ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ১৩ হাজারের অধিক সকল চালু কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি করে কম্পিউটার এবং প্রায় ২৪ হাজার স্বাস্থ্যকর্মীদের টেবলেটসহ ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এসব সুবিধার ফলে সকল প্রতিষ্ঠান থেকে এবং ফিল্ড লেভেল থেকে অনলাইন ডাটাবেইজে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং স্বয়ংক্রিয় প্রতিবেদন তৈরী, টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান, ভিডিও কনফারেন্সিং, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান ও ই-লার্নিংসহ তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।
- অনলাইন ডাটাবেইজে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সকল উপজেলা হাসপাতালে এবং জেলা হাসপাতালে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- ৬৪ জেলা হাসপাতাল ও ৪২১টি উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা/ সপ্তাহের ৭ (সাত) দিন বিনা মূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে ২৪/৭ একটি হেলথ কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। এর নম্বর ১৬২৬৩। মোটামুটি স্বাভাবিক কলরেটে এর মাধ্যমে চিকিৎসকের তাৎক্ষণিক পরামর্শ ও বিভিন্ন স্বাস্থ্য তথ্য প্রদান করা হয় এবং সরকারী-বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণ এবং প্রতিকার করা হয়। গত ০৫/০৬/২০১৬ তারিখে টেলিনরের সাথে যৌথ সহযোগীতামুলক স্বাস্থ্যসেবার এ কর্মসূচী উদ্বোধন করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস শাখায় সমন্বয় কেন্দ্র (১টি)সহ ৫৯টি হাসপাতালে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আরও ১০টি হাসপাতালে কার্যক্রমটি সম্প্রসারনের উদ্যেগ শেষ পর্যায়ে।
- সকল বিভাগীয় ও জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকের কার্যালয়গুলো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে যুক্ত করে আধুনিক ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা চালুর কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ চলছে।
- দেশের সকল সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রসমূহের সেবার মান সম্পর্কে জনগনের অভিযোগ ও পরামর্শ জানা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসএমএস-ভিত্তিক চমৎকার ও উদ্ভাবনামূলক অভিযোগ/ পরামর্শ জানানোর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রতিদিন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অভিযোগগুলো দেখা হয় এবং সমাধান দেয়া হয়।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল এবং ৪টি বিশেষায়িত হাসপাতাল মিলিয়ে মোট ৩৬৩টি প্রতিষ্ঠানে আঙ্গুলের ছাপ সনাক্তকারী রিমোট ইলেক্ট্রনিক্স অফিস এটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। নাগরিকগণ যাতে সহজে বিভিন্ন তথ্য পান সেজন্য ওয়েব সাইট, সামাজিক মাধ্যম, ব্লগ প্রভৃতির মাধ্যমে সকল তথ্য তাৎক্ষণিক প্রচার করা হয়। প্রতিটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান অনলাইন ইন্টার এ্যাকটিভ লোকাল হেলথ বুলেটিন প্রকাশ করে।
- সরকারী-বেসরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের ইলেক্ট্রনিক তথ্য ভান্ডার, দেশ-ভিত্তিক স্বাস্থ্য মানবসম্পদ তথ্য ভান্ডার, জিও-লোকেশন তথ্য ভান্ডার, হাসপাতাল অটোমেশনের জন্য ওপেন এমআরএস সফটওয়্যার চালু, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ডিএইচআইএস সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য তথ্য নেটওয়ার্ক তৈরী করা হয়েছে।
- জাতিসংঘের কোইয়া (COIA) নামক একটি উদ্যোগের আওতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক সহায়তায় সরকারী-বেসরকারী, এনজিও-দাতা সংস্থার সমন্বিত অংশগ্রহণে অনলাইনে প্রতিটি কমিউনিটির প্রসুতি মা ও অনুর্ধ ৫ শিশুদের নিবন্ধন ও ট্রাকিং করার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে যা এমডিজি ৪ ও ৫ অগ্রগতি পরিমাপ ও উন্নয়নে ব্যাপকভাবে সহায়ক হবে।
- ইউএসএআইডি এবং ডি. নেট নামক একটি স্থানীয় সংস্থার সহায়তায় আপনজন নামে মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক মোবাইল ভয়েস ও এসএমএস ভিত্তিক পরামর্শ সেবা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস বিভাগে সর্বাধুনিক ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং খুলনায় এর একটি রিমোট ডিজেস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য উপাত্ত ভিত্তিক একটি ইলেক্ট্রনিক তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার জন্য গ্রাম পর্যায়ে বসবাসকারী সকল নাগরিকের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন এই ডাটাবেইজ ভিত্তিক লাইফ টাইম শেয়ার পোর্টেবল সিটিজেনস ইলেক্ট্রনিক হেলথ রেকর্ড তৈরির কাজ চলছে। সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্টাটিটিকস নামে একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগের আওতায় বর্তমানে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, ইলেকশন কমিশন ভোটার ডাটাবেইজ, স্বাস্থ্য ডাটাবেইজ এবং নির্মীয়মান দারিদ্র ডাটাবেইজসমূহ সমন্বিত করে আঙ্গুলের ছাপ ও রেটিনার ছবিযুক্ত ন্যাশনাল ইলেক্ট্রনিক পপুলেশন রেজিস্টার তৈরির পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে।

- প্রতিটি জেলা ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ে একটি করে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এগুলো ব্যবহার করে সর্বনিম্ন পর্যায়ের কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের জিপিএস লোকেশনের জিও-কোঅর্ডিনেট সংগ্রহ করা হয়েছে যা ওয়েব সাইটের মাধ্যমে জিওগ্রাফিক ইনফমেশন সিস্টেমে বহুলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- অনলাইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী সকল মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীন এক এবং অভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাই ও নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ক্যাডারের সকল কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় তথ্য ডিজিটাল করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পদোন্নতির সময় মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মকর্তাদের এসিআর অন লাইনে দেখা সম্ভব হচ্ছে।
- জাতীয় ই-হেলথ পলিসি এবং ই-হেলথ স্ট্রাটেজি তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।
- আমাদের বিভিন্ন ই-হেলথ কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক সাউথ-সাউথ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া আরও বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তজার্তিক পুরস্কার পেয়েছে আমাদের কার্যক্রমসমূহ।
- আমাদের এসব কার্যক্রমে বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, জিআইজেড, ইউএসএইড, আইসিডিডিআর,বি, ডিএফআইডি, বিশ্বব্যাংক, এমএসএইচ, ইউএন-এসকাফ, ইউএনএফপিএ, জনসহপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়, জাইকা, প্লান ইন্টারন্যাশনাল, সেভ দি চিলড্রেন, ব্রাক প্রভৃতি সংস্থা সাহায্য করছে। মার্তৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের তথ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে EMOC এর রেকর্ডিং এবং রিপোর্টিং ফরমেট সংশোধন ও পরিমার্জন পুর্বক ব্যবহৃত হয়েছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ১০৬ জন কর্মকর্তাদের নিয়ে তিন জেলার (কক্সবাজার, বান্দরবন ও নেত্রকোনা) HMIS রিভিউ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
- প্রোগ্রামের সংগে সংশ্লিষ্ট কাজে মনিটরিং এবং স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ধৃতি মূলক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার নিমিত্তে ছয় জেলার (সিলেট, রংপুর, খাগড়াছড়ি, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও ভোলা) ২৮২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে রিপোর্টিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সাত জেলার (বাগেরহাট, বরগুনা, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, রাঙ্গামাটি, রংপুর ও সুনামগঞ্জ) ১৯১ জন জেলা স্বাস্থ্য ম্যানেজার, উপজেলা স্বাস্থ্য ম্যানেজার, সংশ্লিষ্ট ডাক্তার, এনজিও ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে কর্মশালার মাধ্যমে তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উজ্জীবিত করা হয়।
- EMOC কার্যক্রমের সংগে সংশ্লিষ্ট ৯৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের DHIS-2 এর মাধ্যমে তথ্য প্রেরণের পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। যা সিরাজগঞ্জ মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক রিপোটিং কাজে অগ্রগতি সাধিত হবে। এবং ১০টি জেলায় মার্তৃত্ত শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমে UNICEF এর সহায়তায় মনিটরিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- বর্তমানে ২৩টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে MNCH মনিটরিং টুল ব্যবহৃত হচ্ছে। EMOC এবং IMCI এর ৩টি Newsletter প্রকাশিত হয়েছে।

২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে স্থাপিত ভিডিও মনিটরের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের পরিবার পরিকল্পনা কমিটির সদস্য ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সরাসরি মতবিনিময়ের ভিডিও কনফারেন্সের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ জেলার পরিবার পরিকল্পনা কমিটির সদস্য ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে মহাপরিচালক ও পরিচালকগণ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মত বিনিময় করেছেন। এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
- কুমিল্লা জেলার ৬টি উপজেলায় (মেঘনা, চান্দিনা, দেবিদ্বর, লাকসাম, সদর দক্ষিণ ও আদর্শ সদর) কর্মরত পরিবার কল্যাণ সহকারী ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের Inter Personal Communication/ Maternal Nutrition Child Health, Family Planning এবং পুষ্টি সংক্রান্ত কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে বেসরকারী সংস্থার সাথে সমন্বিতভাবে e-learning course Ges e-toolkit (job aid) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- দেশব্যাপী চালুকৃত পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৮ম সংস্ককরণ), বিভিন্ন এমআইএস প্রতিবেদন ফরম এর উপর সকল মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের WIFI চালু করা হয়েছে। WIFI স্থাপনের কারণে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ই-ফাইলং কাযক্রম শুরু করা সহজতর হবে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মতামত মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করা হয়।
- পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমে ০৭ (সাত)টি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অধিভূক্তি এবং ৭৮ (আটাত্তর)টি সংস্থার অধিভূক্তি নবায়ন করা হয়েছে।
- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতি (NSV & Tubectomy) গ্রহণকারীর সংখ্যা ১৬১৪৬৫ জন এবং পরিবার পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি আইইউডি গ্রহণকারীর সংখ্যা ২৩২৩৪৯ জন ও ইমপ্ল্যান্ট গ্রহণকারীর সংখ্যা ৩৫১৫১০ জন।

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন খাতে সর্বমোট অডিট আপত্তির সংখ্যা (৩৪৬৮+১২২৬) = ৪৬৬৯টি। জড়িত টাকার পরিমাণ (১০৬.৪৭+৮৪.৬১)=১৯১.০৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে (৫৪১+৫২)=৫৯৩টি অডিট আপত্তি ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে। যা টাকার অংকে (অনুন্নয়ন খাতে ৩৪.০০ + উন্নয়ন খাতে ৬৪.০০) = ৯৮.০০ কোটি টাকা। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত এফডব্লিউএ এবং এফডব্লিউভিদের ব্যবহারের জন্য ১৫০০০ পিস এ্যাপ্রোন, ১২০০০ পিস ব্যাগ এবং ১৫০০০ পিস ছাতা সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ৯ম গ্রেডের বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা) ক্যাডারের ২১ টি শূন্য পদে (৩৪ তম এ ১০ জন, ৩৫ তম এ ১০ জন এবং ৩৬ তম এ ১ জন) নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। ৩৪ তম বিসিএস ০৯ জন পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ইতোমধ্যে যোগদান করেছে।
- ২০১৪ সনের ছাড়পত্র মোতাবেক পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ৩৬৭০টি শূণ্য পদের বিপরীতে ইতোমধ্যে ১৫২০টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ করা করা হয়েছে। পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে ১৮ মাসব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে ৫৩০ জনকে। এছাড়া ছাড়কৃত পদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ২১২টি পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- চিকিৎসক কর্মকর্তার প্রস্তাবিত ৫৩৫টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিপরীতে পিএসসি কর্তৃক ৩৮৩ জন প্রার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও এমএসআর ক্রয় বাবদ আরপিএ খাতে প্রায় ৮১ কোটি ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩২১ টাকা এবং জিওবি রাজস্ব খাতে ২৯ কোটি ৯৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং জিওবি উন্নয়ন খাতে প্রায় ৪০ কোটি ৬৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধপত্র ও এমএসআর এর পরিমাণ নিম্নরূপ:

- ১ মিলিয়ন সাইকেল খাবার বড়ি (পিওপি), ৩.৫ মিলিয়ন ভায়াল ইনজেক্টেবলস, ৩.৫ মিলিয়ন পিস এডি সিরিঞ্জ, ৩৬ মলিয়ন পিস কনডম, ০.১৭৫ মিলিয়ন ইনজেকশন প্যাথেডিন, ০.২ মিলিয়ন প্রভিডন আয়োডিন, ৫৬.০ লক্ষ পিস ট্যাবলেট মেট্রোনিডাজল, ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩০০ শত রোল এবজরবেন্ট কটন সার্জিক্যাল, ২.৫০ লক্ষ পিস প্রভিডন আয়োডিন সলিউশন, ২.৪০ লক্ষ পিস ট্যাবলেট আয়রন উইথ ফলিক এসিড (Iron with Folic Acid) এবং ৬.৪০ লক্ষ পিস ট্যাবলেট সিপ্রোফ্লক্সাসিনসহ বিভিন্ন ধরনের ঔষধ।

৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্র হল:

- প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০১৫ ও ২০১৬) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক ৩২২৪টি নতুন ড্রাগ লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে নতুন এ্যালোপ্যাথিক ড্রাগ লাইসেন্স প্রক্রিয়া স্হগিত আছে। ৩৩,৯৯৬টি ড্রাগ লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে, ৫৮১২টি নতুনা ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবে (ডিটিএল ও সিডিটিএল) টেস্টের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, ১০৮০০ টি টেস্ট রিপোর্ট ড্রাগ টেস্টিং ল্যাব (ডিটিএল ও সিডিটিএল) হতে প্রেরণ করা হয়েছে, ৫৪টি ঔষধ ড্রাগ টেস্টিং ল্যাব কর্তৃক মানবহির্ভূত ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত অর্থ বছরে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক ড্রাগ কোর্টে ৫২টি, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ১৬টি এবং মোবাইল কোর্টে ১৮১৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মোবাইল কোর্ট কর্তৃক জরিমানা আদায় করা হয়েছে ৯,৬৫,৭০,৪০০/- টাকা। এছাড়া ৬৭০৩৮টি ঔষধের দোকান, ১৫৫৭টি ঔষধ প্রস্তুতকারী কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে।

৪. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিমিউ এন্ড টিসি কর্তৃক ২,২০০ (দুই হাজার দুইশত)টি মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত করা হয়েছে।

দিবস উদ্‌যাপন

- গত ৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস উদযাপন করা হয়। সারাদেশে এ বিষয়ে র‍্যালি, আলোচনা অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
- ২৪-৩০ এপ্রিল World Immunization Week, 2016 উদযাপন করা হয়।
- ২৫ এপ্রিল বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস যথাযথ কর্মসূচি নিয়ে প্রতিপালিত হয়। বাংলাদেশের ১৩টি ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকায় সচেতনাতা মূলক ও প্রতিরোধমূলক বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
- গত ২৮ মে'২০১৬ মাতৃস্বাস্থ্য, নিরাপদ প্রসব, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবার গুণগতমান বৃদ্ধিকল্পে দেশব্যাপী নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি পালন উপলক্ষে স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, সরকারি অন্যান্য বিভাগ সমূহ, স্থানীয় সরকার জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে র‍্যালী, আলোচনা সভা, বিশেষ সেবা সপ্তাহ ইত্যাদি কার্যক্রম পালিত হয়েছে। সমাজের সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণ ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে প্রতিটি মায়ের নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হবে।
- গত ৩১.০৫.২০১৬ তারিখে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদযাপন করা হয়। এ দিবস পালন উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মাননীয় মন্ত্রী প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। এছাড়া সারাদেশে র‍্যালী, আলোচনা সভা ও বিবিধ প্রচারণামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
- গত ১৬-২১ মে, ২০১৬ পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্পর্কে অবহিতকরণসহ জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৬ উদযাপন করা হয়েছে।

৯.৩ **২০১৫-১৬** অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ **(সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি):** প্রযোজ্য নয়।

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত:

১০.১ **২০১৫-২০১৬** অর্থ-বৎসরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি? হ্যা।

১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ: প্রযোজ্য নয়।

১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ:

ক) কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনায় অধিকতর জবাবদিহিতা সৃষ্টি।

খ) তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স চালুকরণ।

গ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তাকে সম্পৃক্তকরণ ও উদ্বুদ্বকরণ।

ঘ) মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি ব্যাপক হওয়ায় নতুন অনুবিভাগ সৃষ্টি ও অধিক সংখ্যক কর্মকর্তার পদায়ন।

ঙ) মন্ত্রণালয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে Thematic Study Circle গঠন এবং মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ে Motivation Leader এর মাধ্যমে কর্মে উদ্বুদ্ধকরণ।

চ) গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং মাঠ পর্যায়ের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা নীতি প্রণয়নে যথাযথভাবে সমন্বয় সাধন।

(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের জন্য)

১৫.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য **(০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)**

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
৪০	৬২০৯.৪৩	৫২৩৫.১১ (৮৪.৩০%)	০১

১৫.২ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১	২	৩	৪
৩৪টি	১. প্রভিশন ফর ইকুইপমেন্ট এন্ড প্রফেশনাল ট্রেনিং ফর আহসানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল। ২. Enforcement of the National Tonacoo Control Legistation in Bangladesh. **সংযুক্ত: পরিশিষ্ট ক ও খ**	সংযুক্ত: পরিশিষ্ট-গ	নাই

(২০) স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্য (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য)

২০.১ মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	মোট ছাত্র	মোট ছাত্রী
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মেডিকেল কলেজ	৩০	৬৮	৯৮	৩২১২	৬১৬৫	৯৩৭৭	৪৮৭৬	৪৫০১
ডেন্টাল কলেজ/ইউনিট	০৯	২৪	৩৩	৫৩২	১৩৫৫	১৮৮৭	৯৮১	৯০৬
নার্সিং ইনস্টিটিউট	৪৩	১০৮	১৫১	২৫৮০	৫৪৫৫	৮০৩৫	৮০৩	৭২৩২
নার্সিং কলেজ	১১	৭২	৮৩	১১০০	২৩৮০	২৫৮০	৩৪৭	৩১৩৩
মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল	০৮	৯৭	১০৫	২১৭১	৮৯৪০	১১১১১	৫০০০	৬১১১
ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি	০৮	২০০	২০৮	৭১৬	১৩৫৪০	১৪২৫৬	৬৪১৫	৭৮৪১

২০.২ স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত:

জন্ম-হার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যু-হার (প্রতি হাজারে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার (শতকরা)	নবজাতক (Infant) মৃত্যুর-হার (প্রতি হাজারে)	৫ (পাঁচ) বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর-হার (প্রতি হাজারে)	মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের শতকরা হার (সক্ষম দম্পতি)	গড় আয়ু (বছর)		
							পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৮.৮ (BBS, SVRS-15)	৫.১ (BBS, SVRS-15)	১.৩৭% (BBS, SVRS-15)	২৯ জন (BBS, SVRS-15)	৩৬ জন (BBS, SVRS-15)	১.৮১ (BBS, SVRS-15)	৭৭.৩ (এমআইএস, ডিজিএফপি মে-২০১৬)	৬৯.১ (BBS, SVRS-15)	৭১.৬ (BBS, SVRS-15)	৭০.৭ (BBS, SVRS-15)

২০.৩ স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যয় ও অবকাঠামো সংক্রান্ত (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় (টাকায়)	সারাদেশে হাসপাতালের সংখ্যা			সারাদেশে হাসপাতাল বেডের মোট সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর বিপরীতে জনসংখ্যা		
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০			৮
৭৪১০ টাকা (US$ ৯৫.০০)	৬০৩	৪২৮০	৪৮৮৩	৪৮৮৭১	৭৪৬২০	১২৩৪৯১	৮৫৫৮৭	৪১৬০০	১১৭৯৩	১:১৮৬৭	১:৩৮৩৯	১:১৩৫৪৩

(২৩) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করবে)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৫-১৬)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৪-১৫)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	০১	DSF Maternal Health Voucher Scheme	১০৭০৮২	৩৬৪৫.৮৫	১,৪৫৯০০	৫,৮৬৮.০০
	০২	Maternal, Child, Reproductive and Adolescent Health (MCRAH)	৩৬৮০৭৬	৬৫১৭.৫৭	১০,৫৫০০০	১৪,৮০০.০০
	০৩	**Family Planning Field Services Delivery (FPFSD)**	১৫০	১৪২.০০		
	০৪	Community Base Health Care (CBHC)	১০৬০০০০০০	৪২৬৮১.০০	১০,৫১,২০০০	২৭,৫০০.০০
	০৫	National Nutrition Service(NNS)	৫১৬০০০০০	২২২৯.০০	৫৩,৫৯০০০	২৮,৮৪২.০০
	০৬	Revitalization of Community Health Care Initiative in Bangladesh	রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ (আরসিএইচসিআইবি) শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে কমিউনিটি ক্লিনিকের যাবতীয় কার্যক্রম কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি) অপারেশনাল প্ল্যান এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।		১০,৫১,২০০০	২৬,৮৯২.০০
মোট ৫ (পাঁচ)টি কর্মসূচি			সারাদেশ ব্যাপী ১৫,৮০,৭৫,৩০৮	৫৫২১৫.৪২	সারাদেশ ব্যাপী (২৭,৫৮,৩৯০০)	১০,৩,৯০২.০০

(২৩) নং ছকের বর্ণনাঃ

ক) DSF Maternal Health Voucher Scheme কার্যক্রমের ক্ষেত্রে Bank Account এর মাধ্যমে Fund Disbursement এর জন্য মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা প্রদান করায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সকল গর্ভবতী মহিলা Bank Account খুলতে সক্ষম হয়নি বিধায় আর্থিক সংশ্লেষ হ্রাস পেয়ে ৩৬৪৫.৮৫ লক্ষ টাকায় নেমে এসেছে।

খ) ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এর ৭টি ওপির তথ্য Maternal, Child, Reproductive and Adolescent Health (MCRAH) ওপিতে একত্রে দেওয়া হয়েছিল- যেখানে **সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা** ছিল ১০,৫৫০০০ এবং **আর্থিক সংশ্লেষ ছিল** ১৪,৮০০.০০ **লক্ষ টাকা**। কিন্তু পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২টি ওপি জড়িত- Maternal, Child, Reproductive and Adolescent Health (MCRAH) এবং Family Planning Field Services Delivery (FPFSD)। বাকী ৫টি ওপি এর আওতায় পড়েনা। সেজন্য উক্ত Maternal, Child, Reproductive and Adolescent Health (MCRAH) এবং Family Planning Field Services Delivery (FPFSD) ওপি দুটিতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে (৬৫১৭.৫৭+ ১৪২.০০) মোট ৬৬৫৯.৫৭ লক্ষ টাকার আর্থিক সংশ্লেষ রয়েছে।

২৪.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন যে সব (বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত) প্রতিষ্ঠান ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে লাভ করেছে তাদের নাম ও লাভের পরিমাণ

প্রতিষ্ঠানের নাম	লাভের পরিমাণ
১	২
এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিঃ	আনুমানিক ১২.০০ কোটি টাকা (অনিরীক্ষিত)

(সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম)
সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়